পরবর্তি দুটা দিন যেন ফুড়ুত করে উড়ে গেল। মিজান বাসাতেই ছিল। তার শরীরের ব্যাথা বেদনা কিছু কমলেও এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নি। ডাক্তার বিশ্রাম নিতে বলেছে। ছেলেমেয়েরা থাকায় জুলেখার সময় কাটছে চমৎকার। তাকে নিয়ে মিজানের চিন্তার কোন কারণ নেই। ভেবেছিল মাইক এসে ছাদের খুঁটিনাটি কাজগুলো করে দিয়ে যাবে। সে এলো না দেখে ফোন করল মিজান। ধরে নি। ব্যাটা বোধহয় আবার মাতাল হয়ে পড়ে আছে। ভেবেছে কাজটা খুব জরুরী নয়। পরে করলেও চলবে।

শনিবারে মালেক এবং জিনিয়ার অফিস ছুটি। তারা জুলেখাকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে গেল। মলে যাবে, বাইরে খাবে, মুভি দেখবে – অনেক প্ল্যান। জিনিয়া তার একটা জিন্সের ট্রাউজার এবং শার্ট পরিয়েছে জুলেখাকে। চমৎকার মানিয়েছে তাকে। মুগ্ধ হয়ে দেখেছে মিজান। তারা মালেকের গাড়ীতে উঠে হৈ চৈ করতে করতে চলে গেল।

রহমতকে ফোন লাগাল মিজান। তার ফ্লাইট পরদিন ভোরে। তার আগে সুবিধামত কোন ফ্লাইট পায় নি। সোমবার সকালে টরন্টো পৌঁছাবে। মোল্লা আসবে সোমবার রাতে। এজাক্সেই কোন একটা হোটেল উঠবে। রহমতের সাথে যোগাযোগ করবে। পুর্নিমা আসছে। তখনই নাকি সবচেয়ে দুর্বল থাকে চাঁদনী। সেই রাতেই মোল্লা তার মুখোমুখি হবে।

মালেক এবং জিনিয়া আসার পর যা যা ঘটেছে বন্ধুকে জানাল মিজান। জুলেখাকে নিয়ে এখন পর্যন্ত অনভিপ্রেত কিছু হয় নি। সেক্ষত্রে তাদের কি আরকেটু অপেক্ষা করা উচিৎ? জুলেখা সুখী থাকলে চাঁদনী হয়ত মাথা চাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। মোল্লার কি কিছু করবার সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে? রহমত অবিশ্বাস নিয়ে বলেছে, চাঁদনী নিজের থেকে কখন জুলেখাকে ছেড়ে যাবে না। সে আনন্দে আছে দেখে ক'টা দিন একটু চুপচাপ আছে। আবার হঠাৎ করে ছোবল দেবে।

বন্ধুর কথা মেনে নিল মিজান। মোল্লাকে যেহেতু পাওয়া গেছে, এই সমস্যা চিরতরে মিটিয়ে ফেলাই ভালো। দু'জনে মিলে বিস্তারিত পরিকল্পনা করল। খুব সতর্ক থাকতে হবে। চাঁদনী যেন ঘুনাক্ষরেও টের না পায়। মিজান অনিশ্চিত বোধ করছে। ওঝাদের কর্মকান্ডে তার কখনই প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল না। তাদের সম্বন্ধে অনেক মন্দ কথা শুনেছে। মোল্লার হাতে জুলেখাকে ছেড়ে দিতে তার মন সায় দিচ্ছে না। সে কি ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করবে জানতে চেয়েছিল। রহমত বলতে পারে নি। চাঁদনীকে বিতাড়িতে করতে গিয়ে জুলেখাকে সে কোন শারীরিক নির্যাতনের শীকার হতে দিতে পারবে না। তেমন কোন সম্ভাবনা দেখলে সে সাথে সাথে মোল্লাকে থামিয়ে দেবে।

রাতে বেশ দেরী করে ফিরল মালেকরা। মাঝে একবার ফোন করে বাবার খবর নিয়েছে জিনিয়া। তখনই জানিয়েছিল তারা মুভি দেখতে যাবে। ফিরতে দেরী হবে। রাত এগারোটায় তারা যখন ফিরল না, বাধ্য হয়ে ফোন করল মিজান। কেউ ধরল না। চিন্তায় পড়ে গেল। কোন বিপদে পড়ে নি তো ওরা? চাঁদনী কিছু করেনি তো? পুলিশে খবর দেবে? কি বলবে? অস্থির হয়ে সারা বাড়ীময় পায়চারী করতে লাগল মিজান।

তারা ফিরল রাত একটায়। মিজান তখনও জেগে আছে দেখে জিনিয়া খুব রাগারাগি করল। মিজানের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। জানা গেল মুভি দেখার পর জিনিয়াই ওদেরকে নিয়ে গেছে একটা ড্যান্সিং ক্লাবে। এতো শব্দের মধ্যে ফোনের রিং শোনা তো দুরের কথা, পাশের মানুষ

চেঁচিয়ে কথা বললেও শোনা যায় না।
মালেক হেসে বলল, "বাবা, জুলেখার কান্ড দেখলে তুমি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তে। মনে হচ্ছিল যেন ওকে আমরা মঙ্গল গ্রহে নিয়ে গেছি। দুই হাতে কান চেপে ধরে সারাক্ষণ আমার পেছনে লুকিয়ে থাকল। ভয় হচ্ছিল অজ্ঞান হয়ে যায় কিনা।"
জুলেখা লজ্জা পেয়ে দৌড়ে নিজের ঘরে চলে গেল। জিনিয়া বলল, "বাবা, ড্যান্স ফ্লোরে কি হয়েছে শোন। আমরা ওকে জোর করে ফ্লোরে নিয়ে তুলেছি। নাচতে তো পারে না, ভাইয়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে এক লোক এসে ওর সাথে নাচার চেষ্টা করছে। ইয়া লম্বা, চওড়া। রেগে গিয়ে জুলেখা তাকে একটা ধাক্কা দিল। ব্যাটা বোধহয় মাতাল ছিল। একেবারে উল্টে পাল্টে মেঝেতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সবাই লোকটাকে নিয়ে এমন হাসিঠাট্টা শুরু করল যে বেচারা দৌড়ে পালাল।"
মালেক হাসতে হাসতে বলল, "জুলেখা কিন্তু তেমন জোরেও ধাক্কা দেয় নি। ও যেমন রোগা, ওর ধাক্কা খেয়ে কেউ এমন ছিটকে যেতে পারে ভাবাই যায় না। ওর গায়ে ভালোই জোর আছে। দেখে বোঝা যায় না।"
মিজান মৃদু কণ্ঠে বলল, "ওকে নিয়ে তোদের ক্লাবে যাওয়া উচিৎ হয় নি। গ্রাম থেকে এসেছে। এই সব কখন দেখেছে? ভবিষ্যতে কোথাও যাবার আগে আমাকে একটু জানাস। আমিও চিন্তার মধ্যে ছিলাম। রাত একটা বাজে, সমানে ফোন করছি, কেউ ধরছিস না। আরেকটু হলে আমার হার্ট ফেল করত।"
জিনিয়া খোঁচা দিয়ে বলল, "হার্টের যদি এমন খারাপ অবস্থা তাহলে এমন কচি মেয়েকে বিয়ে করেছিলে কেন? এরপর তোমাকে নিয়ে ড্যান্স ক্লাবে যাবে।"
ভ্রুকুটি করে নিজের ঘরে ফিরে গেল মিজান। কিছু বলল না। মেয়েটা যে এসেছে, তাতেই সে খুশী। তার হুল ফোটান কথাবার্তা গায়ে মাখার কোন দরকার নেই। যেমন মেজাজ, কোন কথায় রাগ হলে এখনই জিনিষ পত্র গুছিয়ে রওনা দেবে।
জিনিয়া ক্লান্ত ছিল। নিজের কামরায় গিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল। জুলেখা পোষাক পালটে নীচে গিয়ে দেখল মালেক ব্রেকফাস্ট কাউন্টারে চুপচাপ বসে আছে। ওকে দেখে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।
"ঘুমাবে না?" জুলেখা মৃদু গলায় বলল।
মাথা নাড়ল মালেক। "ঘুম আসবে না। কাল সারা রাত ঘুমাতে পারি নি।"
জুলেখা ঠোঁট টিপে হাসল। "কেন?"
মালেক ফিসফিসিয়ে বলল, "মনে হয় প্রেমে পড়েছি।"
জুলেখা মেঝেতে চোখ রেখে বলল, "আমারও ঘুম আসে নি কাল। একদম না।"
পেছনের স্লাইডিং ডোরে ঝোলানো পর্দার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো উপচে পড়ছে ভেতরে। রান্নাঘরের আলোটা জ্বলছিল। হাত বাড়িয়ে সেটা নিভিয়ে দিল মালেক। আঁধারে ঝিলিক দিয়ে উঠল রুপালী জ্যোৎস্না। জুলেখা চকিতে একবার উপরের দিকে তাকাল। বোধহয় নিশ্চিত হতে চাইল মিজান কিংবা জিনিয়া তাদেরকে দেখছে কি না। তারপর ছোট ছোট পায়ে হেঁটে গিয়ে স্লাইডিং ডোরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, পর্দাটা সরিয়ে দিল। বন্যার পানির মত ছুটে এলো মায়াবী আলোর রাশি, মুহূর্তের মধ্যে আলোকিত হয়ে উঠল চারদিক।
"কি সুন্দর, তাই না?" বিড়বিড়িয়ে বলল জুলেখা।

মালেক তার পাশে এসে দাঁড়াল। "আজ কি পুর্নিমা?"
মাথা নাড়ল জুলেখা। "না। কাল পরশু হবে।"
"বাইরে হাঁটতে যাবে?"
"এখন? উনি এখনও ঘুমান নি। জিনিয়াও জেগে আছে। ওরা দেখবে না?"
মেনে নিল মালেক। ব্যাপারটা ভালো দেখাবে না। "পরে যাবে? সবাই ঘুমিয়ে গেলে?"
মালেকের চোখে চোখ রাখে জুলেখা। "এটা অন্যায়, তাই না?"
মালেক একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল। "বন্ধুত্বের মধ্যে তো কোন অন্যায় নেই। আছে?"
ম্লান হাসল জুলেখা। "আমার খুব কাছে যারা আসে, তারা সবাই কষ্ট পায়।"
মালেক মৃদু গলায় বলল, "আমি তো ছেলে মানুষ নই। আমাকে নিয়ে ভয় পেও না।"
জুলেখা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আলতো করে মালেকের হাত ধরে। "তোমার সাথে আমার আগে দেখা হল না কেন?"
হেসে ফেলল মালেক। "কারণ তুমি ছিলে বাংলাদেশের কোন একটা গ্রামে, আর আমি ছিলাম কানাডায়।"
জুলেখা হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সিঁড়ির দিকে যেতে যেতে চাঁপা স্বরে বলল, "ঘন্টা খানেক পরে নীচে এস। হাঁটতে যাব।"
পা টিপে টিপে উপরে উঠে গেল জুলেখা। তার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় হারিয়ে যায় মালেক। এই আচমকা বন্ধুত্বের জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই বন্ধুত্বে উষ্ণতার সাথে সাথে রয়েছে আগুণের উত্তাপ। তাদের ঘনিষ্টতা কোন অনাকাংখিত দিকে মোড় নেবার আগেই এই সম্পর্কের ইতি টানতে পারলে ভালো হত, কিন্তু তার মন তা চায় না। এই পরিনত বয়েসে যে অপূর্ব অনুভূতি তার সমস্ত হৃদয়কে ভরিয়ে দিয়েছে, তাকে সে হেলায় হারাতে চায় না।

মালেক নিজের কামরায় এসে বিছানায় শরীরটা একটু এলিয়ে দিয়েছিল। আগের দিন রাতে বিন্দু মাত্র ঘুম হয় নি। তার পর সারাটা দিন ঘোরাঘুরি করেছে। ক্লান্ত হয়ে ছিল। ঘন্টা খানেক একটু বিশ্রাম নেবে। ততক্ষণে বাবা এবং জিনিয়া ঘুমিয়ে পড়বে। বাইরে এতো সুন্দর জ্যোৎস্না! জুলেখার হাত ধরে আজ সেই জ্যোৎস্নায় সে হাঁটবেই। তার সারা জীবনে সে কোন মেয়ের হাত ধরে এমন ফকফকা চাঁদের আলোয় হাঁটে নি। একটু পর পর ঘড়ি দেখছিল। জুলেখা বলেছিল এক ঘন্টা পরে নীচে যেতে। শুয়ে শুয়ে মেয়েটাকে নিয়ে তার ভাবতে ভালো লাগছে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানেও না। হঠাৎ উষ্ণ একটা হাতের ছোঁয়ায় চমকে উঠল। কোন শব্দ করার আগেই ওর ঠোঁটে আঙ্গুল ছুঁইয়ে ওকে আওয়াজ করতে মানা করল আগুন্তুক। চোখ খুলতে দেখল - জুলেখা! ওর পাশে বসে আছে। পর্দাগুলো সরিয়ে রেখেছিল মালেক। চাঁদের আলোয় অপূর্ব সুন্দর লাগছে জুলেখাকে। তার শরীরের খুব হাল্কা একটা গন্ধ নাকে আসছে, ভালো লাগছে। ভীষণ আপন আপন লাগছে মেয়েটাকে। মুহূর্তের জন্য মিজানকে তার ভয়ানক হিংসা হয়। এই মেয়েটি কেন মালেকের প্রমিকা, মালেকের স্ত্রী হতে পারে না?
মালেক বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। "ওরা ঘুমিয়েছে?"
জুলেখা ফিসফিসিয়ে বলল, "তুমি অনেক ক্লান্ত। ঘুমাও। আমরা কাল হাঁটতে যাব।"

মাথা নাড়ল মালেক। "না, চল যাই। ঘুমিয়েছি। এখন ভালো লাগছে।"
দু'জনে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলো। পেছনের দরজা খুলে ডেক-এ বেরিয়ে এলো। মুহূর্তের মধ্যে এক অপূর্ব সুন্দর অনুভূতি গ্রাস করল মালেককে। একটি প্রিয় মানুষের উপস্থিতি, একটুখানি বন্ধুত্ব সব কিছু কেমন আচমকা পালটে দিতে পারে – তার নিজের কাছেই বিশ্বাস হয় না।
জুলেখা তার হাত ধরেছে। তার মধ্যে কোন সংকোচ নেই, দ্বিধা নেই, যেন এই ছেলেটাকে সে কত যুগ যুগ ধরে চেনে, একে সে তার সব কিছু দিয়ে বিশ্বাস করতে পারে। "কোন দিকে যাবে?"
"তুমি যেদিকে নিয়ে যাবে।" মালেক মন্ত্র মুগ্ধের মত বলল।
"চল, ঝর্নাটার পাশে গিয়ে বসব।" মালেকের হাত ধরে টানল জুলেখা। উত্তর দিকে কিছুদূর এগিয়ে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা কিছু পাইনের ভেতর দিয়ে গিয়ে ছোটখাট একটা ঢাল বেয়ে নামতেই পানি বয়ে যাবার কুলুকুলু শব্দটা কানে এলো। কিছু ঝোপঝাড় পেরিয়ে, সাবধানে আরেকটু নীচে নামতে পানির পাশে চলে এলো ওরা। একটা বড়সড় পাথরের দিকে মালেককে টানল জুলেখা। পাশাপাশি বসল দু' জন। পানিতে পা ডুবিয়ে দিল। পানি এখনও শীতল, কিন্তু পায়ে ছোঁয়াটা ভালো লাগছে। মালেকের শরীরে হেলান দেয় জুলেখা। মালেকের ভালো লাগে। তার খুব ইচ্ছা হয় এক হাত বাড়িয়ে ঘনিষ্টভাবে জড়িয়ে ধরে এই মায়াবী মেয়েটাকে, কিন্তু সাহস হয় না। জুলেখা যেন তার মনের কথা পড়তে পারে। সে মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল। চোখাচোখি হল। কয়েকটা নীরব মুহূর্ত। গলা বাড়িয়ে মালেকের গালে আলতো করে ঠোঁট ছোঁয়ায় জুলেখা। সেই উষ্ণ স্পর্শে সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুত বয়ে যায় মালেকের। দুই হাতে জুলেখাকে জড়িয়ে ধরে চুমুতে চুমুতে তাকে ভরিয়ে দেবার ইচ্ছাটাকে প্রবল মনবল খাটিয়ে চাঁপা দেয়। যেটুকু আপন গতিতে আসে, ততটুকুই সে নেবে। লোভে পড়ে সবটুকু হারাতে চায় না।